# আল-মায়েদা | Al-Ma'ida | ٱلْمَائِدَة

আয়াতঃ ৫ : ৬১

## আরবি মূল আয়াত:

وَ اِذَا جَآءُوكُم قَالُوٓا اٰمَنَّا وَ قَد دَّخَلُوا بِالكُفرِ وَ هُم قَد خَرَجُوا بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ اَعلَمُ بِمَا كَانُوا يَكتُمُونَ ﴿۶۱﴾

## অনুবাদসমূহ:

আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। অথচ অবশ্যই তারা কুফরী নিয়ে প্রবেশ করেছে এবং তারা তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। আর আল্লাহ সে সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, যা তারা গোপন করত। — আল-বায়ান

যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে "আমরা ঈমান এনেছি"। বাস্তবে তারা কুফরী নিয়েই প্রবেশ করে, কুফরী নিয়েই বেরিয়ে যায়, তারা যা লুকিয়ে রাখে আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। — তাইসিরুল

আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফরী নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী নিয়েই চলে গেছে; এবং আল্লাহতো খুব ভাল জানেন যা তারা গোপন রাখে। — মুজিবুর রহমান

And when they come to you, they say, "We believe." But they have entered with disbelief [in their hearts], and they have certainly left with it. And Allah is most knowing of what they were concealing. — Sahih International

৬১. আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' অথচ তারা কুফর নিয়েই প্রবেশ করেছে এবং তারা তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন।

-

তাফসীরে জাকারিয়া

(৬১) তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি', কিন্তু তারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং তা নিয়েই বার হয়ে যায়। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবে অবহিত।[1]

[1] এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা নবী (সাঃ)-এর নিকট কুফরী অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং কুফরী অবস্থাতেই প্রস্থান করে, আর নবী (সাঃ)-এর সাহচর্য, তাঁর নসীহত ও উপদেশ কোন কিছুই তাদের উপর

প্রভাবশীল হয় না। কেননা তাদের হৃদয় কুফরীর কলুষতায় পরিপূর্ণ। আর নবী (সাঃ)-এর নিকট তাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ নয়; বরং প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ উপস্থিতিতে উপকার কিভাবে সম্ভব?

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=730

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন